আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
৮ মার্চ ২০০৪

এ বছরের আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনকালে আমরা দেখি বিশ্বে নারীদের মধ্যে এইচআইভি/ এইডস এর ব্যাপক বিস্তার এবং এইডস প্রতিরোধে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

প্রথমদিকে অনেকেই ভাবত এইডস রোগ শুধুমাত্র পুরুষদেরই হয়। এমনকি এক দশক আগেও পরিসংখ্যানে দেখা গেছে মেয়েরা এ রোগে কম আক্রান্ত হয়। কিন্তু তারপর থেকে এক ভয়াবহ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী নারীরা ক্রমবর্ধমান হারে এই সংক্রমণের শিকার হচ্ছে। বর্তমানে আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের প্রাপ্ত বয়স্ক এইডস রোগীদের মধ্যে অর্ধেকই নারী। এইডস সংক্রমণের হার আফ্রিকার তরুণ পুরুষদের তুলনায় তরুণ নারীদের মধ্যে অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। সমগ্রবিশ্বে নতুন আক্রান্তদের মধ্যে অর্ধেকই নারী এবং ২৪ বছরের নিচের এইডস আক্রান্ত রোগীদের দুই-তৃতীয়াংশই তরুণী ও মেয়ে শিশু। যদি সংক্রমণের এই হার অব্যাহত থাকে, তবে অচিরেই বিশ্বের এইডস আক্রান্ত জনগোষ্ঠার সিংহভাগই হবে নারী।

সমাজের প্রাণমূল নারীদের আঘাত করার মধ্য দিয়ে এইডস এক চক্রের জন্ম দিয়েছে। দরিদ্র নারীরা এইডস এর কারণে অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা বাসস্থান এবং সম্পত্তির অধিকার, এমনকি পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে যে ব্যবস্থা শতবছর ধরে দুর্ভিক্ষ ও খরায় পরিবার প্রতিপালনে নারীদের সহায়তা করে আসছে, এইডস এর কারণে তা ভেঙ্গে পড়ছে। ফলে পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে, মানুষ দেশ ও বাস্তুভিটা ছেড়ে অনত্র চলে যাচ্ছে এবং এইডস রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এইডস এর কারণে অসুস্থ আত্নীয়কে দেখাশোনা, পরিচালনা, অথবা পরিবারকে সহায়তা করার জন্য মেয়ে শিশুরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে। ফলে তারা আরও অধিক দারিদ্রে নিমজ্জিত হচ্ছে। তাদের শিশুদের স্কুলে যাবার সম্ভাবনা আরও কমে যাচ্ছে এবং এইডসে আক্রান্ত হবার সম্ভবনা অধিক বৃদ্ধি পাচ্ছে। এভাবে নারীদের উপর এইডসের ভয়াবহ প্রভাবের ফলে সমাজকে অনেক বেশি মূল্য দিতে হচ্ছে।

তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, বিবাহবর্হিভূত যৌন সম্পর্ক এবং ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগ গ্রহণের হার পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে অনেক কম দেখা গেলেও, নারীরা কেন এইডস সংক্রমণের মুখে সবচেয়ে বেশি অসহায়? সামাজিক বৈষম্যই তাদের এই ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। দারিদ্র, সহিংসতা ও পুরুষদের দমনমূলক শাসন, এবং পুরুষদের একাধিক সঙ্গী গ্রহণসহ বহু বিষয় এর জন্য দায়ী। ফলে বহু প্রচলিত প্রতিরোধ ব্যবস্থাই অকার্যকর প্রমাণিত হচ্ছে। যেমন, 'এবিসি' কৌশল, যা বিরত থাকা, বিশ্বস্ত থাকা এবং কনডম ব্যবহার করার উপর বিশেষত গুরুত্ব আরোপ করে। যেখানে যৌন সহিংসতা ব্যাপক, সেখানে বিরত থাকা বা কনডম ব্যবহারের উপর জোর দেওয়া মেয়ে শিশু ও নারীদের জন্য কোন বাস্তব সম্মত বিকল্প হতে পারে না। বিয়েও সবসময় সঠিক সমাধান দিতে পারে না। উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই ২০ বছরের কম বয়সে অধিকাংশ নারীদের বিয়ে হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার অবিবাহিত কিন্তু যৌন সম্পর্ক স্থাপনকারী নারীদের তুলনায় অনেক বেশি। কারণ তাদের স্বামীরা একাধিক সঙ্গী গ্রহণ করে।

যা প্রয়োজন তা হল, নারী ও মেয়েশিশুদের ক্ষমতা ও আত্নবিশ্বাস বৃদ্ধি করতে মৌলিক ও ইতিবাচক পরিবর্তন আনা এবং সমাজের সকল স্তরে নারী পুরুষের মধ্যকার সম্পর্কের রুপান্তর ঘটানো।
এমন পরিবর্তন আনা, যা নারীদের সম্পত্তির ও উত্তরাধিকার অধিকারের আইনগত সুরক্ষাকে শক্তিশালী করবে এবং তাদের নারীদের ব্যবহার্য কনডম ও ... সহ অন্যান্য প্রতিষেধক প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে।
সেই পরিবর্তন যা পুরূষদেরকে নিজেদের দায়িত্ব বুঝতে সাহায্য করবে। তাদের কন্যাদের শিক্ষিত করতে হবে, অন্যদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে হবে, বালিকা ও অল্প বয়স্ক মেয়েদের সাথে সম্পর্ক করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটা অনুধাবণ করতে হবে যে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সহ্য করার কোন ভিত্তি

বা সহনশীল অজুহাত নেই। বিশ্বব্যাপী এইডস মোকাবেলায় নারীর বর্তমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও নারীর ক্ষমতায়নকে এইডস এর বিরুদ্ধে সংগ্রামের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করার এক উদ্যোগ হিসেবে গতমাসে ইউএন এইডস নারী ও এইডস বিষয়ক এক বিশ্বজোট গঠন করেছে।

আমার দেখা বিশ্বের অধিকাংশ দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীরাই এইডস এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে সক্রিয় ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে।

যেখানেই এইডস এর সংক্রমণ মারাত্মক আকার ধারণ করছে, সেখানেই সাহসী নারী গোষ্ঠি বা সংঘ এর প্রতিরোধ ও পরিচর্যার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এ সকল নারীদের সমর্থন দেওয়া এবং অন্যান্যদের তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে উৎসাহিত করাই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মকৌশল হওয়া উচিত। তাদের মধ্যেই এ সংগ্রামের প্রকৃত বীরদের পাওয়া যাবে। তাদের শক্তি,সম্পদ ও আশা দিয়ে উজ্জীবিত করাই আমাদের কাজ।

** ** **